যুগান্তর

তারিখ ..... 21 JAN 2012 ..... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগে ইবির শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

কুষ্টিয়া/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

বছরখানেক আগে নিয়োগ পাওয়া কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তার বিভাগের এক ছাত্রীকে নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। একবার-দুবার নয় ওই শিক্ষক একাধিকবার ওই ছাত্রীকে নিপীড়ন চালিয়েছেন। নিপীড়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা ওই ছাত্রীটি ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করে। লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ওই শিক্ষক হচ্ছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্বপালন করা মোঃ আসাদুজ্জামান। আর ছাত্রীটি ওই বিভাগেরই ২য় সেমিস্টার ২০১০-১১ সেশনের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা হলের আবাসিক ছাত্রী। ১৬ জানুয়ারি নির্যাতনের শিকার ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন আহম্মদের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও সে অভিযোগটি অনেকটা গোপনেই রেখে দেয়া হয়। যে কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সাংবাদিক এমনকি ওই বিভাগের শিক্ষকদের কাছেও বিষয়টি অজানা থেকে যায়। দফায় দফায় চেষ্টা চলে বিষয়টি গোপনে সমঝোতা করার। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকালে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় কুষ্টিয়ার সাংবাদিকদের কাছে। ইবি ভিসির কাছে করা ওই ছাত্রীর অভিযোগ পত্রটি হাতে পাওয়ার পর কুষ্টিয়ার সাংবাদিকরা বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এ ব্যাপারে তারা একাধিকবার ভিসি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন আহম্মদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার রাত ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ভিসির পিএস সাইফুলের মাধ্যমে ভিসির সঙ্গে মোবাইল ফোনে এ প্রতিবেদকের কথা হয়। ভিসি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন আহম্মদ জানান, ১৬ জানুয়ারি দুপুরে ওই ছাত্রীটি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেশ করে। ভিসি দাবি করেন, অভিযোগ পাওয়ার পরের দিন ১৭ জানুয়ারি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৫ সদস্য বিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন প্রফেসর নাসিম বানু। অন্যরা হচ্ছেন প্রফেসর তাজউদ্দিন পারভীন, ড. রেবা মন্ডল, ড. মেহের আলী ও প্রক্টর মাহফুজুর রহমান আহমেদ। ভিসি জানান, এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি প্রতিষ্ঠান ইউজিসি কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি প্রসঙ্গে ভিসি জানান, ১৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ছিল। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার ড. মফিদুল উদ্দিনকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর নাসিম বানুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করায় তার মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। ভিসি আরও জানান, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই শিক্ষককে সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়ার সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে দফায় দফায় ভিসির সঙ্গে যোগাযোগ করায় শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গোপন রাখতে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক জরুরি বৈঠকে বসে। রাত ৯টার সময় ভিসির পিএস সাইফুল সাংবাদিকদের কাছে ফোনে জানান, ওই শিক্ষক আসাদুজ্জামানকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। লিখিত এই অভিযোগে ছাত্রীটি দাবি করে, ১ম বর্ষ, ১ম সেমিস্টার ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকেই মোঃ আসাদুজ্জামান তাকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে আসছে। তাকে ক্রমে ফাই হওয়ার হুমকি দেয়া! ভবিষ্যতে শিক্ষক বানাবে বলে হুমকি দেয়া! ওই শিক্ষক তাকে বিয়ে করবে বলেও আশ্বাস দেয়া হলে সিট পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়। অফিসে একা ডেকে কথা বলে। বিভিন্ন সময়ে কুষ্টিয়াতে তার বাসায় যেতে বলে। বড় হবার প্রস্তাব দেয়। রাতে বাসায় যেতে বলে, প্রয়োজনে রাতে তার বাসায় থাকতেও বলে। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বেলা দেড়টা ১টার দিকে শিক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামান ফোন করে অফিসে ডেকে নিয়ে হাত চেপে ধরে জোর করে তার ঠোঁট স্পর্শ করে বলে ওই ছাত্রী লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছে। এদিকে অভিযুক্ত ওই শিক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামান বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে জানান, ছাত্রীটির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরা রাজনীতির শিকার।